যুগান্তর

তারিখ 16 FEB 2014
পৃষ্ঠা 6 কলাম 6

নেতিবাচক ভাবমূর্তি বিদেশে উচ্চশিক্ষায় প্রভাব ফেলছে

ড. মোঃ সহিদুজ্জামান

বাংলাদেশ থেকে প্রতিবছর অসংখ্য শিক্ষার্থী উচ্চ শিক্ষার্থে পাড়ি জমায় বিদেশে। উন্নত বিশ্বের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে অনার্স, মাস্টার্স ও পিএইচডি প্রোগ্রামে এসব শিক্ষার্থী নিজ প্রচেষ্টায়, পাহাড় সমতুল্য প্রতিযোগিতায় তাদের যোগ্যতা প্রমাণ করে উচ্চশিক্ষা অর্জন করছে। মাস্টার্স, পিএইচডি ও পোস্ট ডক্টরেট পর্যায়ে আবেদন করতে প্রথমেই একজন হোস্ট বা প্রফেসর প্রয়োজন, যিনি তত্ত্বাবধান করতে রাজি হবেন। একজন প্রফেসর ইচ্ছা করলে পছন্দের ওই শিক্ষার্থীকে সরাসরি সুযোগ করে দিতে পারেন তার গবেষণাগারে। মোটকথা, উচ্চ শিক্ষার্থে বিদেশে সুযোগ পাওয়ার পূর্বশর্তই হল একজন হোস্ট বা প্রফেসর। কিন্তু সেই প্রফেসরই যখন অনীহা প্রকাশ করেন, তখন বিদেশে উচ্চশিক্ষার আর কোনো সুযোগ থাকে না।

বাংলাদেশী ছাত্ররা বিদেশে গিয়ে শিক্ষা ও গবেষণায় অনেক ভালো করে— এরকম অনেক নজির রয়েছে। মেধাবী, পরিশ্রমী ও আনুগত্যতার কারণে বাংলাদেশী শিক্ষার্থীরা বিদেশী প্রফেসরদের আকৃষ্ট করেছে যুগে যুগে। এ সুনামের জন্য কিছু গবেষণাগারে ধারাবাহিকভাবেও কাজ করার সুযোগ পাচ্ছে বাংলাদেশী ছাত্ররা।

> বিগত কয়েক মাসের রাজনৈতিক সহিংসতার চিত্রগুলো জাতীয় ও আন্তর্জাতিক মিডিয়ায় যেভাবে প্রকাশ পেয়েছে, তাতে বাংলাদেশের পরিচিতি আগের তুলনায় কিছুটা হলেও বেড়েছে

বাংলাদেশ দুর্নীতিগ্রস্ত দেশ হিসেবে বিভিন্ন দেশে কালো তালিকায় স্থান করে নিয়েছে অনেক আগেই। এর মাশুল দিতে হচ্ছে প্রবাসী বাংলাদেশীদেরও। উচ্চ শিক্ষার্থে সুযোগ পাওয়ার পর যখন প্রফুল্ল চিত্তে ও গর্ব নিয়ে বিদেশ যাত্রা শুরু করে, তখন হোঁচট খেতে হয় পদে পদে। প্রতিটি ইমিগ্রেশন পার হতে হয় বাড়তি এক টেনশন নিয়ে। প্রফেসর হোক বা সাধারণ যাত্রী হোক, কড়া নজরদারির মধ্যে পার হতে হয় এসব ইমিগ্রেশন। বিদেশে প্রবেশ করার পরও শেষ হয় না ভোগান্তির।

২০০৬ সালের কথা। জার্মান সরকারের বৃত্তি নিয়ে যখন জার্মানিতে পাড়ি জমালাম, ভাবলাম এখন আর কোনো ভোগান্তি নেই। মাসখানেক যেতে না যেতেই শুরু হল টেনশন। এন্ট্রি ভিসা শেষ হওয়ার আগেই সেখানে থাকার জন্য আবার ভিসা নিতে হবে। প্রয়োজনীয় সব কাগজপত্র নিয়ে একদিন এক জাপানি বন্ধুসহ গেলাম ভিসা অফিসে। অভ্যর্থনা ডেস্কের মধ্যে কাগজপত্রসহ ভিসার আবেদনটি দিতেই আমাকে পাঠানো হল এক রুমে আর আমার জাপানি বন্ধুকে অন্য রুমে। সে এক ভয়ানক অভিজ্ঞতা, প্রায় এক ঘণ্টা পর বেরিয়ে এসে দেখি, জাপানি বন্ধুটি আমার অপেক্ষায় বসে আছে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, কতক্ষণ থেকে অপেক্ষা করছ? সে বলল, প্রায় ৫০ মিনিট। পরে জানতে পারলাম, তার ওই ২৪ পৃষ্ঠার হলুদ ফরমটি পূরণ করতে হয়নি এবং বাড়তি কোনো প্রশ্নের সম্মুখীনও হতে হয়নি। এক সপ্তাহ পর বন্ধুটি ভিসা পেয়ে গেল আর আমি পেলাম প্রায় ৩ মাস পর। বুঝতে পারলাম, জাতি হিসেবে আমরা কতটা অভাগা ও ঘৃণিত। প্রতিবছর একই পন্থায় চার-চারবার ভিসা বাড়িয়ে শেষ হয় পিএইচডি। ভিসা সংক্রান্ত এসব জটিলতায় অনেক সময় যখন সাহায্য নিতে হয় নিজের প্রফেসর বা জার্মান সহকর্মীদের, তখন নিজেদের অপরাধী মনে হয়। অনেক ক্ষেত্রে প্রফেসরও এসব বাড়তি ঝামেলা এড়িয়ে চলতে পরে এরকম ছাত্র নিতে অনীহা প্রকাশ করেন।

বিগত বছরগুলোয় আমরা হয়তো অনেকেই লক্ষ্য করেছি বিভিন্ন স্কলারশিপ ও প্রকল্পের বিজ্ঞপ্তিগুলোতে তৃতীয় বিশ্বের এমনকি পার্শ্ববর্তী দেশের নাম উল্লেখ থাকলেও বাংলাদেশের নাম নেই। আবার অনেক উন্নয়নশীল দেশ এর মধ্যেই উন্নত বিশ্বের সঙ্গে স্কলারশিপের বিশেষ প্রোগ্রাম চালু করলেও বাংলাদেশের ক্ষেত্রে এমনটি পরিলক্ষিত হয়নি।

বিগত কয়েক মাসের রাজনৈতিক সহিংসতার চিত্রগুলো জাতীয় ও আন্তর্জাতিক মিডিয়ায় যেভাবে প্রকাশ পেয়েছে, তাতে বাংলাদেশের পরিচিতি আগের তুলনায় কিছুটা হলেও বেড়েছে। আন্তর্জাতিক অঙ্গনে এসব নেতিবাচক বিষয় যখন বেশি করে প্রকাশ পায়, তখন বিদেশী প্রফেসররা সংশয় ও সন্দেহ নিয়ে নিজের অবস্থানের কথা চিন্তা করে অনীহা প্রকাশ করে থাকে বাংলাদেশ থেকে ছাত্র নিতে। মিডিয়ায় সন্ত্রাস, জঙ্গিবাদ ও মানবতাবিরোধী অপরাধের প্রচার এভাবে অব্যাহত থাকলে হয়তোবা বিদেশে উচ্চশিক্ষার অনেক দ্বার সংকুচিত হয়ে যাবে, কমে যাবে এসব সুবর্ণ সুযোগ। ফলে অন্ধকারে নিমজ্জিত হবে আমাদের উচ্চশিক্ষা।

তাই রাজনৈতিক সংঘাত পরিহার করে দেশে সুষ্ঠু পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে সরকারের পাশাপাশি দেশের সব মহলকে এগিয়ে আসতে হবে। প্রতিযোগিতামূলক বিশ্বে আমাদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে যুগোপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণে সরকারকে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে। দেশের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি এবং পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে বিশেষজ্ঞ নিয়োগ করে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের বিশেষজ্ঞদের সহায়তায় উন্নত বিশ্বের সঙ্গে আমাদের দেশের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো সুকৌশলে আদায় করতে হবে। উন্নত বিশ্বের বিভিন্ন স্কলারশিপ প্রোগ্রামগুলোর জন্য চুক্তির মাধ্যমে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে, যেমনটি করছে ভারত, পাকিস্তান, চীন, ব্রাজিল।

ড. মোঃ সহিদুজ্জামান : সহযোগী অধ্যাপক, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়